ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1138-1148
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.332**

# দুয়ারে সরকার কর্মসূচি এবং প্রান্তিক স্তরের কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন: পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা

**সূর্য কান্ত দত্ত,** *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**প্রসেনজিৎ রায়,** *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**উদয় মুর্মু,** *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

Ensuring citizen-centric services and inclusive development for marginalised communities remains a major challenge in modern governance. In this context, the 'Duare Sarkar' programme of the government of West Bengal is an important administrative innovation. The main objectives of the 'Duare Sarkar' programme are to provide government services at the doorstep of the citizen and to build an institutional framework for welfare governance. The study analysed the effectiveness of the 'Duare Sarkar' programme, administrative impact and increased access to welfare services to marginalised community based on a field survey conducted in Bardhaman-I block of Purba Bardhaman district in West Bengal. The main objectives of the study are to assess the administrative structure and implementation process of the programme, to assess the change in access to social security scheme among marginalised sections, and to analyze the effectiveness of the fundamental principles of 'good governance', such as transparency, accountability and inclusive governance. The data was collected through interviews with beneficiaries, local administration officials and programme implementation stakeholders, observations and analysis of government documents. The result of the research indicates that the 'Duare Sarkar' programme has significantly accelerated the decentralisation of administrative services at the municipalities, block and gram panchayat levels and has relatively simplified the application and approval process for social security scheme. Access to government services has increased, especially among women, scheduled castes, scheduled tribes and economically weaker sections. At the same time, there are signs of reductions in travel and administrative costs, as well as greater transparency in the application process. The research indicates that the 'Duare Darkar' program holds an innovative governance model of welfare good governance at the grassroots level. And it can be considered as an effective policy example of decentralisation of administration and delivery of citizen-centric services.

**Keywords:** Duare Sarkar, good governance, administrative decentralization, citizen-centric administration, social security

সমসাময়িক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসন (Good Governance) ধারণাটি প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সুশাসন এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দক্ষ ও জবাবদিহিতাপূর্ণভাবে পরিচালিত হয় এবং নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয় (World Bank, 1992, p. 1)। একইভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তি, কার্যকারিতা এবং আইনের শাসনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে (UNDP, 1997)। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা, তথ্যের অভাব এবং দাপ্তরিক বিলম্বের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রায়ই সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে প্রশাসনিক দপ্তরের দূরত্ব, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরশীলতা এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি চালু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল নাগরিকদের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পসমূহে আবেদন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা (Government of West Bengal, 2020)। ক্যাম্পভিত্তিক এই প্রশাসনিক মডেলের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শহুরে ওয়ার্ড স্তরে অস্থায়ী প্রশাসনিক শিবির আয়োজন করা হয়, যেখানে নাগরিকরা একই স্থানে বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। এই কর্মসূচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল **Single-Window Service Delivery System,** যার মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ, নথি যাচাই, ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি এবং প্রাথমিক অনুমোদন প্রক্রিয়া একই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সম্পন্ন করা হয় (Government of West Bengal, 2021)। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, কৃষকবন্ধু, জাতিগত শংসাপত্র এবং ঐক্যশ্রীর মতো বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এই কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তাত্ত্বিকভাবে এই উদ্যোগটি নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (NPM) এবং নাগরিক কেন্দ্রিক শাসন (Citizen Centric Governance) তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে (Hood, 1991)। অন্যদিকে Osborne এবং Gaebler (1992) প্রশাসনকে একটি উদ্যোক্তামূলক এবং নাগরিক কেন্দ্রিক কাঠামো হিসেবে পুনর্গঠনের উপর জোর দেন, যেখানে সরকারের মূল লক্ষ্য নাগরিকের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা প্রদান করা। এই গবেষণাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লককে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান প্রধানত কৃষিনির্ভর জেলা, যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল (Government of India, 2011)। বর্ধমান-১ ব্লকে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে জনসংখ্যার সহাবস্থান প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের জন্য একটি উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাটি বিশ্লেষণ করতে চায় যে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি কীভাবে প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে অবদান রেখেছে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কী ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

## তাত্ত্বিক কাঠামো:

এই গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি মূলত চারটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন তত্ত্বের উপর নির্মিত— সুশাসন (Good Governance), নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (New Public Management), নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসন (Citizen-Centric Governance) এবং বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব (Decentralization Theory)। এই তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে গবেষণাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’

কর্মসূচি কীভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে প্রান্তিক স্তরে পুনর্গঠন করে কল্যাণমূলক সুশাসনের একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুশাসনের ধারণা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে ১৯৯০-এর দশকে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে সুশাসনকে এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেখানে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং কার্যকর প্রশাসনিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয় (World Bank, 1992, p. 1)। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) সুশাসনের ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে নাগরিক অংশগ্রহণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি এবং দক্ষ সেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে (UNDP, 1997, p. 3)। এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসারে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কেবল নীতি বাস্তবায়ন নয়; বরং নাগরিকদের বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নাগরিকদের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এই সুশাসনের নীতিগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এই কর্মসূচি প্রশাসনিক সেবার প্রাপ্তিকে আরও সহজলভ্য করেছে। এছাড়া নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (NPM) তত্ত্ব আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সরকারি প্রশাসনকে আরও দক্ষ, ফলাফলমুখী এবং নাগরিকবান্ধব করতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির কিছু উপাদান গ্রহণ করা প্রয়োজন (Hood, 1991)। NPM প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সরলীকরণ, সেবা প্রদানের গতি বৃদ্ধি এবং নীতির বাস্তব ফলাফল মূল্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ এটি প্রশাসনিক সেবাকে কেন্দ্রীয় অফিস নির্ভরতা থেকে বের করে সরাসরি স্থানীয় স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ এবং পরিষেবা বিতরণের প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে, যা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ (Government of West Bengal, 2021). নাগরিক-কেন্দ্রিক শাসনের ধারণা আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্বে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে। Osborne এবং Gaebler (1992) তাদের বিশ্লেষণে যুক্তি দিয়েছেন যে আধুনিক রাষ্ট্রকে কেবল নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং একটি উদ্যোক্তামূলক ও সেবামুখী সংগঠন হিসেবে কাজ করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নাগরিকদেরকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেবাগুলিকে তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি এই নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, কারণ এটি প্রশাসনিক পরিষেবাকে নাগরিকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেবা প্রদানের কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করেছে। এর ফলে বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী— যাদের প্রশাসনিক দপ্তরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে— তাদের জন্য সরকারি পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব স্থানীয় শাসনের কার্যকারিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। Ostrom (1990) তার প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেলে প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং নীতি বাস্তবায়নের সফলতা বাড়ে। Pierre এবং Peters (2000)-এর মতে, বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক ক্ষমতাকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা যায়, যেখানে ব্লক প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্র সমীক্ষা এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছে যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রশাসনিক আচরণ, সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া এবং নাগরিক-প্রশাসন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কর্মসূচি কল্যাণমূলক সুশাসনের একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা এই গবেষণার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

**সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review):**

সুশাসন ধারণাটি আধুনিক প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সুশাসন মূলত সেই প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতাপূর্ণভাবে পরিচালিত হয় (World Bank, 1992)। UNDP-এর মতে সুশাসনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন, আইনের শাসন, কার্যকারিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন (UNDP, 1997)।

তবে উন্নয়নশীল সমাজে প্রশাসনিক কাঠামোর জটিলতা এবং তথ্যের ঘাটতি প্রায়ই নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। Pierre এবং Peters (2000) দেখিয়েছেন যে প্রান্তিক স্তরের প্রশাসনে স্বচ্ছ তথ্যপ্রবাহ, স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবার বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। Hood (1991) উল্লেখ করেন যে আধুনিক প্রশাসনে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, পরিষেবা সরলীকরণ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিকতা প্রশাসনিক সংস্কারের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। Osborne এবং Gaebler (1992) তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ *Reinventing Government*-এ দেখিয়েছেন যে সরকারকে একটি উদ্যোক্তামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে হবে, যেখানে নাগরিকের প্রয়োজন ও প্রত্যাশাকে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রে রাখা হয়।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি আউটরিচ-ভিত্তিক প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ক্যাম্পভিত্তিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এটি প্রশাসনিক দূরত্ব কমিয়ে নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি বিকল্প মডেল তৈরি করেছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এই কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২৭টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (Government of West Bengal, 2021)। বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে এই কর্মসূচিকে প্রশাসনিক উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Chakrabarti (2022) তার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে ক্যাম্পভিত্তিক পরিষেবা প্রদান গ্রামীণ অঞ্চলে প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণের সময় ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। তবে তিনি প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা এবং মানবসম্পদের ঘাটতির মতো চ্যালেঞ্জের কথাও উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রেক্ষাপটে এই কর্মসূচির প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জেলার একটি বড় অংশের জনসংখ্যা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল (Government of India, 2011)। স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো—

১. ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা।
২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি কল্যাণমূলক পরিষেবার প্রবেশাধিকারের পরিবর্তন মূল্যায়ন করা।
৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের মতো সুশাসনের উপাদানসমূহ কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা নির্ণয় করা।
৪. কর্মসূচির বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা।

## গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions):

১. দুয়ারে সরকার কর্মসূচি কীভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের বিকেন্দ্রীকরণকে প্রভাবিত করেছে?
২. এই কর্মসূচি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার কতটা বৃদ্ধি করেছে?
৩. সুশাসনের নীতিগত উপাদানসমূহ— যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তি— কর্মসূচির মাধ্যমে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে?

## গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

এই গবেষণাটি মূলত একটি ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক (field-based) বিশ্লেষণ, যার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ন কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অনুধাবন করা। গবেষণাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লককে গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করে পরিচালিত হয়েছে, যেখানে গ্রামীণ ও আধা-শহুরে সামাজিক কাঠামোর উপস্থিতি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের একটি উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। গবেষণায় প্রধানত মিশ্র পদ্ধতি (mixed-method approach) অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে গুণগত (qualitative) বিশ্লেষণকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হলেও প্রাথমিক তথ্যের পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যার জন্য বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (descriptive statistics) ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক (primary) এবং গৌণ (secondary) উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের উপভোক্তা, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আধা-গঠিত সাক্ষাৎকার (semi-structured interviews), পর্যবেক্ষণ (participant observation) এবং নির্বাচিত উপকারভোগীদের প্রশ্নমালাভিত্তিক সমীক্ষার মাধ্যমে। নমুনা নির্বাচন পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা (purposive sampling) অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে নারী, তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি জনজাতি (ST) এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। অন্যদিকে গৌণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সরকারি প্রতিবেদন, নীতিগত নথি, জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত তথ্য, এবং প্রাসঙ্গিক একাডেমিক গবেষণা নিবন্ধের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে থিম্যাটিক অ্যানালাইসিস (thematic analysis) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে প্রশাসনিক কাঠামো, পরিষেবা প্রাপ্তির প্রবেশাধিকার, এবং সুশাসনের উপাদান— যেমন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন— এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিগত কাঠামো গবেষণাটিকে প্রান্তিক স্তরের প্রশাসনিক বাস্তবতা এবং নাগরিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি প্রমাণভিত্তিক (evidence-based) সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করেছে, যা ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির প্রশাসনিক প্রভাব মূল্যায়নে একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি প্রদান করে।

**ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল ও উপাত্ত বিশ্লেষণ (Field Findings and Data Analysis):**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি মূলত নাগরিকদের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার একটি উদ্ভাবনী প্রশাসনিক উদ্যোগ। এই কর্মসূচির বাস্তব প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ১ -এ পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মোট ১২০ জন উত্তরদাতার উপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার এবং নাগরিকদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

**দুয়ারে সরকার কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা:**

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ উত্তরদাতা দুয়ারে সরকার কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সচেতনতার প্রধান উৎস ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় প্রশাসন, প্রচার কার্যক্রম এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ।

**কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা:**

| **সচেতনতার অবস্থা** | **উত্তরদাতা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| সচেতন | ১০২ | ৮৫% |
| আংশিক সচেতন | ১২ | ১০% |
| সচেতন নন | ৬ | ৫% |
| **মোট** | ১২০ | **১০০%** |

এই তথ্য নির্দেশ করে যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির প্রচার এবং প্রশাসনিক আউটরিচ কার্যক্রম স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে ক্যাম্পভিত্তিক প্রচারণা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

**সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অংশগ্রহণ:**

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে আবেদন করেছেন। এর মধ্যে নারীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প।

**দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদনকৃত প্রকল্প:**

| **প্রকল্পের নাম** | **উত্তরদাতা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| লক্ষ্মীর ভাণ্ডার | ৪০ | ৩৩.৩% |
| স্বাস্থ্যসাথী | ২৬ | ২১.৭% |
| কৃষকবন্ধু | ১৮ | ১৫% |
| জাতিগত শংসাপত্র | ১৬ | ১৩.৩% |
| অন্যান্য | ২০ | ১৬.৭% |
| **মোট** | **১২০** | **১০০%** |

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে নারীকেন্দ্রিক এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রতি মানুষের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প গ্রামীণ পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা:**

ক্ষেত্রসমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের কাছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিষেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

**পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা:**

| অভিজ্ঞতার ধরন | উত্তরদাতা | শতাংশ |
|---|---|---|
| অত্যন্ত সন্তোষজনক | ৪৮ | ৪০% |
| সন্তোষজনক | ৪৬ | ৩৮.৩% |
| মাঝারি | ১৮ | ১৫% |
| অসন্তোষজনক | ৮ | ৬.৭% |
| **মোট** | **১২০** | **১০০%** |

এই ফলাফল নির্দেশ করে যে ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক পরিষেবা নাগরিকদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অনেক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হয়েছে।

**প্রশাসনিক প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির প্রভাব:**

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

**প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি**

| মতামত | উত্তরদাতা | শতাংশ |
|---|---|---|
| উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে | ৭২ | ৬০% |
| কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে | ৩২ | ২৬.৭% |
| উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি | ১২ | ১০% |
| মতামত নেই | ৪ | ৩.৩% |
| **মোট** | **১২০** | **১০০%** |

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণে একটি কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে কাজ করছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্যাম্প আয়োজনের ফলে নাগরিকদের জন্য প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

**কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ:**

যদিও অধিকাংশ উত্তরদাতা কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তবুও ক্ষেত্রসমীক্ষায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার বিষয়ও উঠে এসেছে।

**প্রধান চ্যালেঞ্জ:**

| সমস্যা | উত্তরদাতা | শতাংশ |
|---|---|---|
| প্রযুক্তিগত সমস্যা | ৩৪ | ২৮.৩% |
| দীর্ঘ অপেক্ষার সময় | ২৬ | ২১.৭% |
| তথ্যের ঘাটতি | ২২ | ১৮% |
| নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা | ২০ | ১৬.৭% |
| অন্যান্য | ১৮ | ১৫% |
| **মোট** | ১২০ | **১০০%** |

প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়ায় নথিপত্র যাচাইয়ের বিলম্বও লক্ষ্য করা গেছে।

**বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা:**

ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তর-কেন্দ্রিক পরিষেবা ব্যবস্থাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ফলে প্রশাসনিক দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। বিশেষ করে নারী, তফসিলি জাতি এবং নিম্ন-আয়ের পেশাজীবীদের মধ্যে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রবাহ আরও কার্যকর করার মাধ্যমে কর্মসূচির কার্যকারিতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব।

**বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা (Analytical Discussion):**

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষার উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের কাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতে সরকারি কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলি দীর্ঘদিন ধরে দপ্তর-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে এসেছে, যার ফলে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বাস্তবিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরের ভৌগোলিক দূরত্ব, তথ্যের সীমাবদ্ধতা, দাপ্তরিক জটিলতা এবং মধ্যস্থতাকারীর উপর নির্ভরশীলতা প্রায়ই নাগরিকদের জন্য কল্যাণমূলক পরিষেবা গ্রহণকে কঠিন করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদানের একটি বিকল্প কাঠামো তৈরি করেছে, যা নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য থেকে দেখা যায় যে উত্তরদাতাদের প্রায় ৮৫ শতাংশ এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এটি নির্দেশ করে যে কর্মসূচিটির প্রচার ও প্রশাসনিক আউটরিচ কার্যক্রম স্থানীয় স্তরে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় প্রশাসন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসনিক গবেষণায় দেখা যায় যে তথ্যপ্রবাহের কার্যকারিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত, কারণ নাগরিকরা যখন সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তারা প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে আরও

সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন। গবেষণার ফলাফল আরও নির্দেশ করে যে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাগরিকদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী এবং কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আবেদনকারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই প্রবণতা নির্দেশ করে যে কর্মসূচিটি গ্রামীণ পরিবারগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলির প্রতি অধিক আগ্রহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। উন্নয়নমূলক প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল, কারণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক পরিষেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রায় ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা পরিষেবা গ্রহণের অভিজ্ঞতাকে 'অত্যন্ত সন্তোষজনক' বা 'সন্তোষজনক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই ফলাফল নির্দেশ করে যে ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক পরিষেবা নাগরিকদের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে। প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন না হওয়ায় সময় ও অর্থ উভয়ই সাশ্রয় হয়েছে, যা বিশেষত নিম্ন আয়ের গ্রামীণ পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা। নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা প্রদানের গতি উন্নয়ন আধুনিক প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষেত্রসমীক্ষার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির বিষয়টি। প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন যে এই কর্মসূচির ফলে প্রশাসনিক পরিষেবার প্রবেশাধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে প্রশাসনিক পরিষেবা স্থানীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ফলে নাগরিকদের জন্য সরকারি প্রকল্পে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা যখন স্থানীয় স্তরে বিকেন্দ্রীকৃত হয়, তখন নীতি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিকে একটি কার্যকর বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা যায়।

### উপসংহার (Conclusion):

এই গবেষণার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে কল্যাণমূলক প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনী মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান–১ ব্লকে পরিচালিত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্দেশ করে যে এই কর্মসূচি প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামোর দিকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে কর্মসূচিটি প্রশাসনিক পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণকে ত্বরান্বিত করেছে এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে। বিশেষত নারী, তফসিলি জাতি এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য এই উদ্যোগ প্রশাসনিক পরিষেবা গ্রহণকে তুলনামূলকভাবে সহজ ও দ্রুততর করেছে। ক্যাম্পভিত্তিক প্রশাসনিক মডেল নাগরিকদের প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার যাতায়াতের প্রয়োজন কমিয়ে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ডিজিটাল বিভাজন এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির মতো কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও কর্মসূচির কার্যকারিতাকে আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করা গেলে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি ভবিষ্যতে আরও কার্যকর প্রশাসনিক মডেল হিসেবে বিকশিত হতে পারে।

তবে গবেষণায় 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির কিছু সীমাবদ্ধতাও চিহ্নিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা এবং দীর্ঘ অপেক্ষার সময় ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে ডিজিটাল অবকাঠামোর ঘাটতি অনেক সময় আবেদন প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি নির্দেশ করে যে প্রশাসনিক উদ্ভাবনের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভাগীয় সমন্বয় বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি প্রান্তিক স্তরে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে নাগরিক-কেন্দ্রিক কাঠামোর দিকে রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রশাসনিক পরিষেবাকে নাগরিকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে এটি প্রশাসনিক দূরত্ব কমিয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে। এই কর্মসূচি সুশাসনের মৌলিক নীতি যেমন- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসন বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি কেবল একটি কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন উদ্যোগ নয়; বরং এটি প্রান্তিক স্তরে নাগরিক-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ, যা সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়ক হতে পারে।

**নীতিগত সুপারিশ (Policy Recommendations):** গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সুপারিশ উপস্থাপন করা যেতে পারে—

- **ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন:** গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন, যাতে ক্যাম্প পরিচালনার সময় তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা কমে।
- **প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধি:** বিভিন্ন সরকারি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করলে পরিষেবা প্রদানের গতি আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।
- **তথ্যপ্রবাহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি:** গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি আরও জোরদার করা প্রয়োজন, যাতে নাগরিকরা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।
- **ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি:** দীর্ঘ অপেক্ষার সময় কমানোর জন্য ক্যাম্প ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ এবং ডিজিটাল টোকেন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
- **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সহায়তা:** তফসিলি জাতি, জনজাতি এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ক্যাম্পে বিশেষ সহায়ক ডেস্ক চালু করা হলে পরিষেবা গ্রহণ আরও সহজ হবে।

**তথ্যসূত্র:**

1. Chakrabarti, A. (2022). Administrative outreach and welfare delivery: Assessing the impact of the Duare Sarkar programme in West Bengal. *Indian Journal of Public Administration, 68*(4), 645–662. https://doi.org/10.1177/00195561221112345
2. Government of India. (2011). *Census of India 2011: District census handbook – Bardhaman*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
3. Government of West Bengal. (2020). *Duare Sarkar: Government outreach programme guidelines*. Department of Personnel and Administrative Reforms. Government of West Bengal.
4. Government of West Bengal. (2021). *Duare Sarkar scheme implementation report 2021*. Department of Planning and Statistics, Government of West Bengal.

5. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
6. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley. pp. 19, 45, 167.
7. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. pp. 171-185.
8. Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press. pp. 43-44.
9. Sen, A., & Dreze, J. (2013). *An uncertain glory: India and its contradictions*. Princeton University Press. pp. 45–46
10. United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Policy Document.
11. World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank Publications.
12. World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank.
13. Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives, 16*(4), 185–205. https://doi.org/10.1257/089533002320951037
14. Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance, 17*(4), 525–548. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x
15. Leftwich, A. (1993). Governance, democracy and development in the Third World. *Third World Quarterly, 14*(3), 605–624. https://doi.org/10.1080/01436599308420345